[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি ঢাকা থেকে গ্রেফতার

স্ত্রীর দায়ের করা পর্নগ্রাফি মামলার আসামি উপহার মিয়া (৩৫) কে ঢাকার একটি কোম্পানীর অফিস থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত উপহার মিয়া গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের ক্লাবপাড়া এলাকার হকার জেলের ছেলে। স্থানীয়রা তাকে টিকটকার হিসেবে চেনেন বলে জানা গেছে।

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে ঢাকার আশুলিয়ার ডেকো গার্মেন্টস থেকে র্যাবের সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে তাকে গাংনী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত উপহার মিয়ার বিরুদ্ধে তার স্ত্রী পর্ণগ্রাফি আইন ২০১২ এর ৮(১) (২) (৩) (৭) ধারায় মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩৯২/২২ ইং।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরির্দশক (এসআই) তুষার সঙ্গীয় ফোর্সসহ স্থানীয় আশুলিয়া র্যাবের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানায় নিয়ে আসেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মামলার প্রধান আসামি ও ভিকটিম স্বামী স্ত্রী। তারা স্বামী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিভিন্ন সময়ের অন্তরঙ্গ কিছু ভিডিও ধারণ ও ছবি উত্তোলন করে রাখে তার স্বামী উপহার মিয়া। কিছুদিন পর থেকে অর্থ আদায়ের জন্য ব্লাকমেইল করে। এক পর্যায়ে উপহার মিয়া ও তার কথিত প্রেমিকা শিরিনা তার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দাবী করে। তার সেই দাবিকৃত টাকা না দিতে চাইলে ভিকটিমের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে পূর্বের স্বামী স্ত্রীর অস্তরঙ্গ সেই মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপস ও ছবি ম্যাসেঞ্জার ও ইমোতে দিয়ে

ব্লাক মেইল শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নানাভাবে অনুরোধ করেও কোনো সুরাহা হয়নি। এছাড়া ভিকটিমের নামে ভূঁয়া টিকটক আইডি খুলে মোবাইল নং দিয়ে আপত্তিকর ছবি আপলোড করে তারা। ভিকটিমের মোবাইল নম্বরটিও সেখানে দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে রোগীর পেটে কাঁচি রাখার দায়ে ডাক্তার জেল হাজতে

বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেটে (সিজারিয়ান) কাঁচি রাখার অভিযোগে আনীত মামলায় মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার(২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোঃ তারিক হাসান ডাক্তার রাজার জামিন না মঞ্জুর করেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল হামিদের স্ত্রী গৃহবধু বাচেনা খাতুন পিত্তথলির অপারেশন করেন গাংনীর রাজা ক্লিনিকে। বাচেনা খাতুনের অপারেশন করেন চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পেটে ব্যথা ভাল না হওয়া ২০ বছর যাবত পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করেছেন ভিটেমাটিও সহায় সম্বল।

অবশেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করানোর সময় তার পেটে সন্ধান পাওয়া যায় অপারেশনকালে ডাক্তারের রেখে দেওয়া(সিজারিয়ান) কাঁচির। বিষয়টি জানা জানি হলে ডা. রাজা বাচেনাকে চুয়াডাঙ্গা সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করান। বের করা হয় ২০ বছর আগের রেখে যাওয়া কাঁচি।

মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক হাসান স্বপ্রনোদিত হয়ে একটি মামলা করেন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে প্রধান আসামী করে প্রতিবেদন জমা দেন। অন্যান্য আসামীরা হচ্ছেন- অ্যানেস্থেসিয়া ডা. তাপস কুমার ও ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা।

আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্তরা আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত ডা, মিজানুর রহমান ও ডা, তাপস কুমারকে জামিন প্রদান করলেও ডা, রাজার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখঃ ভৃক্তভোগী বাচেনাকে নিয়ে বিভিন্ন গত ৩ জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ৫ জানুয়ারী আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিন জনকে আসামী করা হয়েছিল।

গাংনীর বামন্দী সড়কে রাস্তায়

গাছ ফেলে গণডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে বামন্দী- তেঁতুলবাড়িয়া সড়কে গাছ ফেলে আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত আড়ইটা পর্যন্ত ডাকাতরা পথচারীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা লুট করে নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে। পরে পুলিশের একটি টীম ডাকাতের কবলে পড়া পথচারীদেরকে উদ্ধার করে।

দেবীপুরের জাহিদ হাসান জানান, তিনি তার ক্লিনিকে দাপ্তরীক কাজ শেষে নিজ গ্রাম দেবীপুর যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাতরা রাস্তায় গাছ ফেলে পথরোধ করে অন্ততঃ ২০ জনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মী করে টাকা পয়সা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ডাকাত দলটি একটি ট্রাক থামিয়ে পথচারীদেরকে ট্রাকে উঠতে বলে। তিন ঘন্টা ব্যাপী সড়কে অবস্থান নিয়ে ডাকাতরা অন্ততঃ দেড়লাখ টাকা লুট করে নেয়। পরে ডাকাতরা লুট করা মোবাইল ফোনগুলো ফেলে স্থান ত্যাগ করে। টের পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পথচারীদেরকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠায়। একই কথা জানালেন ডাকাতের কবলে আসিক আহমেদ।

উল্লেখ্য, চার মাস আগেও একই স্থানে পথচারীদেরকে জিম্মী করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে ডাকাত দল। পুলিশের টহল জোরদার না করায় ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ডাকাতির ঘটনা তিনি শুনেছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শ করেন।ডাকাতদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

গাংনীতে বিকাশে জাল নোট দিয়ে

ধরা খেলেন পটুয়াখালির ফকরুল

১২ হাজার টাকার জাল নোট বিকাল করতে এসে জনতার হাতে আটক হলেন পটুয়াখালী জেলার ফখরুল ইসলাম (৪১) নামের এক প্রতারক।

ফখরুল ইসলাম পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার খেজুরবাড়িয়া গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলার করমদী বাজার এলাকায় এই প্রতারণা করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন এই প্রতারক। পরে তাকে কিছু উত্তম মাধ্যম দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপির ৭ নং (ওয়ার্ডের সদস্য) করমদি গ্রামের মেম্বর আব্দুল ওহাব বলেন, স্থানীয় একটি বিকাশের দোকানে ১২ হাজার টাকা বিকাল করে এজেন্টকে জাল টাকা দিয়ে প্রতারক ফখরুল ইসলাম ধরা পড়ে। পরে তাকে ১২টি জাল ১ হাজার টাকার নোট সহ বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীর গাঁড়াডোবে ২ বিঘা কপি বিনষ্ট করলো দূর্বৃত্তরা

প্রান্তিক কৃষকের কলা ক্ষেত বিনষ্টের ৬ মাস পর এবার দুই বিঘা জমির বাঁধা কপি বিনষ্ট করেছে দূর্বৃত্তরা।

কলার সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ধারদেনা করে করেছিলেন বাঁধাকপির চাষ। সেটাও বিনষ্ট করে দিলো দূর্বৃত্তরা। দায় দেনা পরিশোধ করতে এবার দিশেহারা হয়ে পড়লেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পুকুরপাড়া

এলাকার বর্গা চাষী হাফিজুর রহমান।

গাঁড়াডোব পোড়াপাড়া মাঠে বৃহষ্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে কপি ক্ষেত নষ্ট করে।

দুই বিঘা জমিতে প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক হাফিজুর রহমান।

কৃষক হাফিজুর রহমান হাপু জানান, অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করে কপি চাষ করেছি। জমিতে কপি বাঁধা শুরু হয়েছে। আশা ছিল কপি বিক্রি করে তিনি ধারদেনা পরিশোধ করবেন। আমার সেই আশা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর)সকালে গিয়ে দেখা গেছে আগাছা নাশক বিষে জমির সব কপি পুড়ে গেছে।পূর্ব শত্রতার জের ধরে এ ধরণের কাজ করেছে বলে জানান ওই কৃষক।

উল্লেখ্য, ছয়মাস আগে তিনি ওই জমিতে কলার চাষ করেছিলেন। সেসময়ও দূর্বৃত্তরা কলাক্ষেত কেটে বিনষ্ট করে। কারা এধরণের ক্ষতি করছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

গাংনী সীমান্তে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) গাংনী উপজেলার কাজিপুর (বিওপি) সদস্যরা মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৫ হাজার ৯৬০ পিচ ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৬/৩এস এর ৩০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এগুলো দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার করেন।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের ইনচার্জ সুবেদার মো: মজিবুল হকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই আঁতশবাজি উদ্ধার করে।

আতশবাজিগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ঊনচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সেক্টরের পক্ষ থেকে।

এঘটনায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।

গাংনীতে হেডফোন নষ্ট হওয়ায় কিশোরের বিষপান

মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ হেডফোন নষ্ট হওয়ায় পিতার ভয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে নয়ন হোসেন (১৪) নামের এক স্কুল ছাত্র।

নয়ন হোসেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা উত্তরপাড়া এলাকার কৃষক মিনারুল ইসলামের ছেলে। নয়ন ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে নয়ন হোসেন বাড়িতে বিষপান করে। পরে মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

নয়নের মা রাশিদা খাতুন বলেন, মোবাইল ফোনের হেডফোন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে বিষপান করেছে।

গাংনী উপজেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন তার বিষ উঠানো হয়েছে। তবে এখন সে আশংকামুক্ত।

গাংনীতে এসিআই মোটরস এর সোনালিকা ডে ও মতবিনিময় সভা

এসিআই মোটরস এর আয়োজনে গাংনীর বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনালিকা ডে- ২০২২ এর বার্ষিক সার্ভিস ও মতবিনিময় সভা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসিআই মটরস এর সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার যশোর রিজিয়ন আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে এবং এসিআই মটরস এর সিনিয়র ট্যারিটরি ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইটিএল ইন্ডিয়া এর সার্ভিস হেড বাংলাদেশ মিঃ দিপেন্দু রায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই মটরস এসিআই মটরস এর সেলস বিভাগের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার অরুন কান্তি। অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কৃষি উদ্দোক্তাগণ,সোনালিকা ট্যাক্টর এর মালিকগণ সহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ প্রদর্শনীর জন্য এসিআই মটরস এর সোনালিকা ট্যাক্টর, এর সার্ভিসসহ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং এসিআই মোটরস দক্ষিণাঞ্চলের এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আতিয়ার রহমান ও এসিআই মটরস বিভিন্ন মেশিনারী ও কৃষকদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য এসিআই মোটরস এর সার্ভিস বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রেদোয়ানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন গাংনী টেরিটোরির সিনিয়র ম্যানেজার ফয়সাল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে এসিআই মোটরস এর সোনালিকা ট্যাক্টর ও এর বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস ও এর সার্ভিসিং গুলো নিয়ে অনেকগুলো স্টল দেয়া হয়। এসিআই মোটরস এর যে সমস্ত গ্রাহকরা সোনালিকা ট্যাক্টর ক্রয় করেছেন তাদের কে নিয়ে এ মেলার আয়োজন করা হয়। এসিআই মোটরস এর পক্ষ থেকে গ্রাহকেূর জন্য বিক্রয়ের সেবা এবং বিভিন্ন অফার ও